ভারতীয় জনতা পার্টি

জাতীয় মখপাত্র শ্রী প্রকাশ জাভড়েকরের জারি করা সংবাদ বিবৃতি

সিটিজেন চার্টার বিল ২০১১

কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা সিটিজেন্স চার্টার বিল অনুমোদন করেছে, কিন্তু এটা সরাসরি রাজ্যের ক্ষমতায় হস্তক্ষেপ। কারণ, সব রাজ্যকে বাধ্যতামূলকভাবে একই আইন পাস করতে হবে। দশটির বেশি রাজ্য হয় সিটিজেন্স চার্টার আইন বা পাবলিক সার্ভিস গ্যারান্টি আইন তাঁদের রাজ্যে প্রনয়ণ করেছে। এই রাজ্যগুলি হল, জম্মু ও কাশ্মীর, দিল্লি, বিহার, মধ্য প্রদেশ, উত্তর প্রদেশ, রাজস্থান, পাঞ্জাব, উত্তরাখন্ড ও হিমাচল প্রদেশ। অনেক রাজ্যের আইনে এমন ব্যবস্থা আছে যা, কেন্দ্রীয় আইনের থেকে ভালো।

সংবিধানের ৪১ নম্বর বিষয়ের দু নম্বর তালিকা রাজ্যকে পরিষ্কারভাবে এই ক্ষমতা দিয়েছে যে তারা রাজ্যের গণ পরিষেবার ক্ষেত্রে নিজস্ব আইন করতে পারবে। তাই কেন্দ্র যে তৃতীয় তালিকার ৮ নম্বর বিষয়টি তুলে ধরে রাজ্যগুলিকে সিটিজেন্স চার্টার আইন করতে বাধ্য করছে, যেটা ভারতীয় সংবিধানের যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর বিরোধী।

কেন্দ্রীয় সরকার কেন্দ্রীয় পরিষেবার জন্য সিটিজেন্স চার্টার আইন করতে পারে এবং তা করা উচিত। কিন্তু তারা যেন রাজ্যের অধিকার ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ না করে। খুব বেশি হলে কেন্দ্র একটা মডেল আইন প্রস্তাব করতে পারে।

জাতীয় জনসংখ্যা পঞ্জীকরণ

সরকার অবশেষে স্বীকার করলো যে, জাতীয় জনসংখ্যা পঞ্জীকরণের(এন পি আর) কাজ অনেক পিছিয়ে পড়ে আছে, কারণ আধার থেকে অসম্পূর্ণ বায়োমেট্রিক তথ্য পাওয়া গিয়েছে। গত ৬।৩।২০১৩-তে তারকাহীন প্রশ্নসংখ্যা ৯৯৫-এর জবাবে সরকার বলেছে, কাগজে বাড়ির নথিভুক্তিকরণ ও বাড়ি গিয়ে জনগণনার কাজ ২০১০ সালে শেষ হয়ে গিয়েছে। ২৬ কোটি লোকের আবেদনপত্রের এন পি আর দরখাস্তের স্ক্যানিং হয়ে গিয়েছে। ১১৪ কোটি লোকের তথ্য এন্ট্রি করার কাজও শেষ হয়েছে। কিন্তু মাত্র ১১ কোটি লোকের বায়োমেট্রিক তথ্য ধরা হয়েছে।

এর ফলে এটা পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে, বায়োমেট্রিক তথ্য, যা সবথেকে প্রয়োজনীয়, সেটাই বাকি আছে। যেটা দরকার তা হল, নাগরিদের সম্পর্কে রেকর্ড ও নাগরিক পরিচয়পত্র। জাতীয় সুরক্ষার জন্য এটা দরকার।

আরেকটি প্রশ্নের জবাবে সরকার জানিয়েছে, মাত্র ২২ কোটি লোকের বায়োমেট্রিক তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। যদি আমরা দুটি জবাব একসঙ্গে দেখি, তা হলে, দেখা যাবে, বায়োমেট্রিক তথ্যের জন্য কাজ থেমে আছে।

বি জে পি-র দাবি সরকার পরিষ্কারভাবে জানাক, কত তাড়াতাড়ি তারা এন পি আর-এর ভিত্তিতে নাগরিকদের রেজিস্টার বানাতে পারবে।

(আর কে সিনহা)

সচিব

বি জে পি সংসদীয় দল